ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-II, November, 2024, Page No. 140-150
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.02W.018

ভাষা আন্দোলন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলা ভাষা

মোঃ রিপন মিয়া, *পিএইচডি ফেলো, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ (আইবিএস), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ*

Received: 24.10.2024; Accepted: 28.11.2024; Available online: 30.11.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Ever since the establishment of the state of Pakistan, it has been planned to make Urdu the only state language, excluding Bengali, the language of the majority of the people. The language movement arose on the occasion of the demand to make Bengali the state language. The cultural and economic progress of the Bengali nation was associated with the demand to make Bengali the state language. Bengali nationalism was developed based on Bengali language. And the ultimate form of this Bengali nationalism was the independent state of Bangladesh. Like all political movements during the Pakistan era, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman played an active role in the language movement. By establishing the demand of Bengali language, he thought about building the future of the Bengali nation on the language question. Full recognition of Bengali language was not achieved during Pakistan period. Taking over the governance of independent Bangladesh, Bangabandhu took the initiative to introduce Bengali language at all levels and took various initiatives to teach Bengali language as a medium of education. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's philosophy of education in independent Bangladesh was centered on the medium of education.

Keywords: Bengali language, Language Movement, Bengali Nationalism, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Independent Bangladesh.

ভূমিকা: ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ব্রিটিশভারত বিভাজিত হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়। সকলের সকলের মতো বঙ্গবন্ধুও ভেবেছিলেন হয়ত এর মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ভাগ্যের উন্নতি ঘটবে। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আশাভঙ্গ ঘটে। ভাষার প্রশ্নে পশ্চিম পাকিস্তান একতরফা উর্দুকে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। শুরু হয় দুই পাকিস্তানের মানুষের আস্থার সংকট ও বৈষম্য। ভাষার দাবিটি শুধু ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে এ অঞ্চলের মানুষের শিক্ষা, চাকুরি, অর্থনৈতিক অগ্রগতি ইত্যাদির সাথে ওতোপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত ছিল। বঙ্গবন্ধু নিজেই এই ভাষার দাবির ক্ষেত্রে বলেছিলেন "বাঙালি জাতিকে ধ্বংস করার জন্যই বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর প্রথম আঘাত হানা হয়। ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন শুধুমাত্র ভাষার আন্দোলন ছিল না; বাঙালির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক তথা সার্বিক স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন ইহার সহিত জড়িত ছিল" (দৈনিক আজাদ, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১)। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের উত্তাল সময়। পশ্চিম পাকিস্তান

কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অন্যায়, বৈষম্য তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন, অংশ নিয়েছেন এবং এই পর্বের সকল আন্দোলনে সফল নেতৃত্ব দিয়েছেন। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ছিনিয়ে এনেছেন স্বাধীনতা, হয়েছেন দেশের প্রথম রাষ্ট্রনায়ক। যেহেতু একটি দেশের উত্থানের সঙ্গে তিনি জড়িত সুতরাং দেশটির সূচনালগ্নে যেসব বিষয় বঙ্গবন্ধুকে বেশি ভাবিয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম ছিল শিক্ষা। ভাষা আন্দোলনের সাথে এদেশের শিক্ষা ও শিক্ষার মাধ্যমের একটি বড় ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট জড়িত ছিল। বঙ্গবন্ধুর যে শিক্ষাদর্শন লালন করতেন তাঁর অন্যতম অনুসঙ্গ ছিল মাতৃভাষায় পাঠদান পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পরই বঙ্গবন্ধু মাতৃভাষায় পাঠদানের দাবি উত্থাপন করেন। দেশ স্বাধীন হলে মাতৃভাষায় পাঠদান ও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষা আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করে।

ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু: ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের অনেক আগে ভাষার প্রশ্নে বিতর্ক দেখা যায়। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের ধারণা ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেই উর্দু পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হবে। কিন্তু বাংলাভাষার দাবী নিয়ে প্রথম হাজির হয় দৈনিক আজাদ পত্রিকা। ১৯৪১ সালের জুন মাসে 'রাষ্ট্রভাষার সমস্যা' শিরোনামে সম্পাদকীয়তে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু, ভারতে হিন্দি ও পুর্ব পাকিস্তানে বাংলার প্রস্তাব করে (সরকার, ২০২২, পৃ. ৩৬-৩৭)। ১৯৪৩ সালে আবুল মনসুর আহমদ পূর্ব পাকিস্তানের জবান[1] শীর্ষক এক প্রবন্ধে লিখেন-

> যে কোনো এক জাতির ভাষাকে গণভিত্তিতে অন্য স্থান ও অন্য আবহাওয়ায় দুসরা জাতির গণভাষায় পরিণত করা যায় না। ভাষা, খোরাক ও পোশাক স্থানীয় পরিবেশের চাপে, স্থানীয় প্রয়োজনের তাগিদে, যুগ-যুগান্তর ধরে গড়ে ওঠে। এতে সংস্কার চলে, কিন্তু আমূল পরিবর্তন চলে না; এতে নতুন জিনিস ঢোকানো চলে, কিন্তু পুরোনোকে বাদ দেওয়া চলে না। ...তার ওপর আসবে অর্থনৈতিক তারতম্য। বাংলার শিক্ষিত মুসলমান লাখ লাখ যুবক-প্রৌঢ় উর্দু-জ্ঞানের অভাবে হবে বেকার। যারা খাতির-খোশামোদে চাকরি পাবে, তারাও পাবে সাবঅর্ডিনেট পদ। ...বাংলার ওপর উর্দু চাপানোর প্রয়াসের মধ্যেই বাঙালি মুসলমানদের ওপর পশ্চিমা ভাইদের ইন্টেলেকচুয়াল প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। ... কোন জাতির মাতৃভাষা বদলিয়ে এক ভাষা থেকে অপর ভাষায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এটা একেবারেই অসম্ভব সে জাতিতে, যে জাতির লোকসংখ্যা প্রায় চার কোটি। বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানের সংখ্যা তা-ই। ওদের সবাইকে বাংলা ছাড়িয়ে উর্দু শেখানোর চেষ্টা পাগলামি মাত্র (দৈনিক প্রথম আলো ১৭ মার্চ, ২০১৭)।

দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান দুটি রাষ্ট্র তৈরি হচ্ছে এটা নিশ্চিত হওয়ার আগ পর্যন্ত পত্র পত্রিকায় ভাষা প্রশ্নে সীমিত পরিসরে লেখালেখি চলতে থাকে (ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু, ১৯৯৪, পৃ. ১১)। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি অনিবার্য হয়ে পড়লে ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জিয়াউদ্দীন আহমদ উর্দু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে বলে অভিমত দেন (আলহেলাল, ১৯৮৫, পৃ. ১৬৬)। এর প্রত্যুত্তরে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ২৯ জুলাই দৈনিক আজাদ পত্রিকায় 'আমাদের ভাষা সমস্যা' শিরোনামে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার যৌক্তিকতা উপস্থাপন করেন (আলীম, ২০২০, পৃ. ৭৫)। । ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন মুসলিম লীগের বামপন্থী কর্মীদের উদ্যোগে ঢাকায় জুলাই মাসে 'গণআজাদী লীগ' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকাস্থ মুসলিম লীগের নেতা কামরুদ্দিন আহমদ কর্তৃক 'গণআজাদী লীগের'

[1] প্রবন্ধটি আবুল মনসুর আহমদের কোনো বইয়ে স্থান পায়নি। এটি প্রথম ছাপা হয়েছিল মাসিক 'মোহাম্মদী'র ১৭ বর্ষে, প্রথম সংখ্যায় (কার্তিক ১৩৫০)। প্রকাশের পরপরই প্রবন্ধটি ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়। ১৯৪৩ সালে পাকিস্তান আন্দোলন যখন তুঙ্গে, সে সময় পূর্ব পাকিস্তানে মানুষের ভাষা কী হবে—এ নিয়ে ছিল নানা সংশয়, তর্ক-বিতর্ক। এই প্রেক্ষাপটে প্রবন্ধটি লিখলেন আবুল মনসুর আহমদ। উল্লেখ্য, অগ্রন্থিত এ লেখা ছাপার ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়েছে প্রমিত বাংলা বানানরীতি। (সূত্র: প্রথম আলো)

ম্যানিফেস্টোতে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়- 'বাংলা আমাদের রাষ্ট্রভাষা। এই ভাষাকে দেশের যথোপযোগী করিবার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাংলা হইবে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' (ইসলাম, ২০১৭, পৃ. ১৩)।

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গণ-আজাদী লীগই ভাষার পক্ষে প্রথম দাবী উপস্থাপন করে। ১৯৪৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক আবুল কাসেমের নেতৃত্বে তমদ্দুন মজলিশ নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। গণ-আজাদী লীগ সর্বপ্রথম তাদের মেনিফেস্টোতে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তুললেও, এ দাবিকে বাস্তবে রূপদানের জন্য পুস্তিকা প্রকাশ, সেমিনার ও সভা-সমাবেশ আয়োজন করে তমদ্দুন মজলিস (আলীম, ২০২০, পৃ. ৭৮)। সংগঠনটি তাদের সভা, সমাবেশ ও প্রকাশনার মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম ও অফিস আদালতের ভাষা করার দাবী করে। তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগে 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু না বাংলা' শিরোনামের একটি পুস্তিকায় কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল মনসুর আহমদ এবং আবুল কাশেম রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে যুক্তি ও দাবী তুলে ধরেন, এমনকি প্রয়োজনবোধে আন্দোলন গড়ে তুলতে আহবান জানান (ইসলাম, ২০১৭, পৃ. ৩৬)।

কলকাতা জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে ঢাকায় এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন (সরকার, ২০২২, পৃ. ৪৫)। তমদ্দুন মজলিশের সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের সংশ্লিষ্টতা ছিল। তমদ্দুন মজলিশের কর্মসূচিতে শেখ মুজিবুর রহমান অংশগ্রহণও করেন। (ইসলাম, ২০০২, পৃ. ১০৭; আলীম, ২০২০, পৃ. ৭৮; সরকার, ২০২২, পৃ. ৪৮)। এরপর ভাষার প্রশ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিটি কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখা যায়।

তমদ্দুন মজলিশের পর ভাষার প্রশ্নে ভূমিকা পালনকারী দ্বিতীয় সংগঠন গণতান্ত্রিক যুবলীগের সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের যোগসূত্রের সন্ধান মেলে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে কিছু প্রগতিশীল ছাত্রনেতা নব প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে তাদের ভূমিকা ও করণীয় নিয়ে কলকাতায় মিলিত হন, পরে তারা ঢাকায় এসে কামরুদ্দীন আহমদ, শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দীন আহমদ, শামসুদ্দীন আহমদ, তাসাদ্দুক আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, আবদুল ওয়াদুদ, হাজেরা মাহমুদ প্রভৃতির সাথে প্রাথমিক যোগাযোগ করেন (উমর, ২০১১, পৃ. ২২)। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতেই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এক মাসের কম সময়ের মধ্যে গণতান্ত্রিক যুবলীগের জন্ম তৎকালীন রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তনের শুভ সূচনার লক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করা হয় (হান্নান, ২০০০, পৃ. ৮৮)। শুরু থেকেই গণতান্ত্রিক যুবলীগ বাংলা ভাষার পক্ষে জোরালো ভূমিকা পালন করে, বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার মাধ্যম ও অফিস আদালতের ভাষা হিসেবে চালুর ব্যাপারে সোচ্চার ভূমিকা রাখে (উমর, ২০১১, পৃ. ২২)। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ প্রসঙ্গে লিখেছেন-

> প্রথমে ঠিক হল, একটা যুব প্রতিষ্ঠান গঠন করা হবে, যে কোন দলের লোক এতে যোগদান করতে পারবে। তবে সক্রিয় রাজনীতি থেকে যতখানি দূরে রাখা যায় তার চেষ্টা করা হবে। এই প্রতিষ্ঠানকে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করতে হবে। এই প্রতিষ্ঠানের নাম হবে 'গণতান্ত্রিক যুবলীগ'। আমি বললাম, এর একমাত্র কর্মসূচি হবে সাম্প্রদায়িক মিলনের চেষ্টা, যাতে কোন দাঙ্গাহাঙ্গামা না হয়, হিন্দুরা দেশ ত্যাগ না করে (রহমান, ২০১২, পৃ. ৮৫)।

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পাকিস্তানের প্রথম শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় করাচীতে, ১৯৪৭ সালের ২৭ নভেম্বর হতে ১ ডিসেম্বর। এই সম্মেলনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু বিষয়ে একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়

(উমর, ১৯৯৩, পৃ. ৪৩০)। এর প্রতিবাদে ৫ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানে যে প্রতিবাদ মিছিল হয় সেখানে অন্যান্যদের সাথে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান (ইসলাম, ২০০২, পৃ. ১০৮)। উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ দিন দিন বাড়তে থাকে। ভাষা আন্দোলনে সরকার বিরোধী প্রধান সংগঠন ছিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলে সংগঠনটির জন্ম। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া সংগঠন এবং এই সংগঠনে বঙ্গবন্ধুর শতভাগ নিয়ন্ত্রণ ছিল। এর আহবায়ক নির্বাচিত হন নইমউদ্দিন। এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকালীন দাবিগুলোর অন্যতম ছিল বাংলা ভাষার মাধ্যমে পাঠদান (সরকার,২০২২, পৃ. ৪৬-৪৭)। বঙ্গবন্ধু তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন "ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠান গঠন করার সাথে সাথে বিরাট সাড়া পাওয়া গেল ছাত্রদের মধ্যে। এক মাসের ভিতর আমি প্রায় সকল জেলায়ই কমিটি করতে সক্ষম হলাম। যদিও নইমউদ্দিন কনভেনর ছিল, কিন্তু সকল কিছুই প্রায় আমাকেই করতে হত"। ভাষা আন্দোলনে এই দল একটি বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করে। তমদ্দুন মজলিশের সাথে হাত মিলিয়ে সংগ্রাম পরিষদ গঠন ও ভাষা আন্দোলনকে একটি গণ আন্দোলনে রূপ দিতে এই সংগঠন সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল (ইসলাম, ২০১৭, পৃ. ১৮)।

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাকেও গণপরিষদের ভাষা হিসেবে গ্রহণের প্রস্তাব করেন (হান্নান,২০০, পৃ. ৯২)। ধীরেন্দ্রনাথের প্রস্তাব নাকচ হয়। ১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান গণপরিষদে পাকিস্তানকে একটি মুসলিম রাষ্ট্র ঘোষণার পাশাপাশি উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন (ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু, ১৯৯৪, পৃ. ১২)। ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাব বাতিল ও লিয়াকত আলী খান কর্তৃক উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার খবর পূর্ব পাকিস্তানে এসে পৌছালে ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষার্থীরা মিলিত হয়ে মিছিল, মিটিং ও ধর্মঘট পালন করে (রহিম ও অন্যান্য, ২০১৩, পৃ. ৪৫৪)।

ভাষাকে কেন্দ্র করে আন্দোলন বেগবান করা ও সাংগঠনিক রূপদানের জন্য ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদে শেখ মুজিব সদস্য না হলেও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ থেকে এই পরিষদে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দীন আহমদকে দিয়েছিলেন (সরকার, ২০২২, পৃ. ৫১ ও উমর, ২০১৫, পৃ. ৩৫)। এর আহবায়ক হন শামসুল আলম। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেন-

> করাচিতে সংবিধান সভার (কন্সটিটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলি) বৈঠক হচ্ছিল। সেখানে রাষ্ট্রভাষা কি হবে সে বিষয়েও আলোচনা চলছিল। মুসলিম লীগ নেতারা উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতী। পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ লীগ সদস্যেরও সেই মত। কুমিল্লার কংগ্রেস সদস্য বাবু ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত দাবি করলেন বাংলা ভাষাকেও রাষ্ট্রভাষা করা হোক। কারণ, পাকিস্তানের সংখ্যাগুরুর ভাষা হল বাংলা। মুসলিম লীগ সদস্যরা কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না। আমরা দেখলাম, বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে বাংলাকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রভাষা উর্দু করার। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও তমদ্দুন মজলিস এর প্রতিবাদ করল এবং দাবি করল, বাংলা ও উর্দু দুই ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করা হবে। আমরা সভা করে প্রতিবাদ শুরু করলাম। এই সময় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগও তমদ্দুন মজলিস যুক্তভাবে সর্বদলীয় সভা আহ্বান করে একটা 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করল (রহমান, ২০১২, পৃ. ৯১)।

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহবানে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। গাজীউল হকের মতে সেদিন সভায় আপোষকারীদের ষড়যন্ত্র শুরু হয়। রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আহবায়কসহ অনেকেই তখন দোদুল্যমানতায় ভুগছে, আপোষ করতে চাইছে সরকারের সঙ্গে। তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জোরালো দাবির কারণে সিদ্ধান্ত হয় পরদিন ধর্মঘট ও সেক্রেটারিয়েটের সামনে পিকেটিং হবে। বঙ্গবন্ধুর সে প্রস্তাবে সমর্থন দেন অলি আহাদ, তোয়াহা, মোগলটুলীর শওকত ও শামসুল হক। বঙ্গবন্ধুর কারণেই সেদিন আপোষকামীদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে যায় (হক, ১৯৯৪, পৃ. ২৫)। এ সম্পর্কে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে অলি আহাদ বলেছিলেন "সেদিন সন্ধ্যায় যদি মুজিব ভাই ঢাকায় না পৌঁছাতেন তাহলে ১১ মার্চের হরতাল, পিকেটিং কিছুই হতো না" (হক, ১৯৯৪, পৃ. ২৫)। ১১ মার্চের ধর্মঘটে ছাত্র জনতার উপর নির্মম নির্যাতন করা হয় (হান্নান, ২০০০, পৃ. ৯৩)। শামসুল হক, অলি আহাদ, শেখ মুজিবুর রহমানসহ অনেক ছাত্র সেদিন গ্রেফতার হন (আলহেলাল, ১৯৮৫, পৃ. ২২৯)।। ১১ মার্চের কর্মসূচি সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন-

> সভায় ১১ই মার্চকে 'বাংলা ভাষা দাবি দিবস' ঘোষণা করা হল। জেলায় জেলায় আমরা বের হয়ে পড়লাম। আমি ফরিদপুর, যশোর হয়ে দৌলতপুর, খুলনা ও বরিশালে ছাত্রসভা করে ঐ তারিখের তিন দিন পূর্বে ঢাকায় ফিরে এলাম। দৌলতপুরে মুসলিম লীগ সমর্থ ছাত্ররা আমার সভায় গোলমাল করার চেষ্টা করলে খুব মারপিট হয়, কয়েকজন জখমও হয়। এরা সভা ভাঙতে পারে নাই, আমি শেষ পর্যন্ত বক্তৃতা করলাম। ... কাজ ভাগ হল-কে কোথায় থাকব এবং কে কে পিকেটিং করার ভার নেব। সামান্য কিছু সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাড়া শতকরা নব্বই ভাগ ছাত্র এই আন্দোলনে যোগদান করল (রহমান, ২০১২, পৃ. ৯২-৯৩)।

ভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিব কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁকে নিয়ে প্রকাশিত 'সিক্রেট ডকুমেন্টস অব ইন্টালিজেন্স ব্রাঞ্চ অন ফাদার অব দ্য নেশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (Secret Documents of Intelligence Branch on Father of The Nation, Bangladesh: Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman)' এ। পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা সেই ১৯৪৮ সালের জানুয়ারিতেই তরুণ শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের জন্য বিপজ্জনক ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছিল এবং এ কারণে তাঁর ওপর সার্বক্ষণিক নজরদারি করার নির্দেশ জারি হয়। তাঁর জন্য খোলা বিশেষ ফাইলের নম্বর ছিল পিএফ-৬০৬- ৪৮। এ ফাইলের প্রথম খণ্ডে ১১ই মার্চের হরতাল প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে: '১১ই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়েছে (দাশগুপ্ত, ২০২০, পৃ. ৪৬)।

দিন দিন ছাত্র আন্দোলনের তীব্রতা বাড়তে থাকে। ওদিকে জিন্নাহর ঢাকা সফরের আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য পুর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে বৈঠক করেন। ছাত্রদের পক্ষ থেকে দাবী মেনে নিয়ে ৮ দফা চুক্তি করেন এবং বন্দীদের মুক্তি দেন।[2] এই ৮ দফা চুক্তির খসড়া তৈরি করার পর আবুল কাসেম ও কামরুদ্দীন আহমদ জেলখানা গিয়ে শেখ মুজিবসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দদের দেখিয়ে চূড়ান্ত করেন (সরকার, ২০২২, পৃ. ৫৬)। নাজিমুদ্দিনের সাথে চুক্তি অনুযায়ী শেখ মুজিব ১৫ মার্চ জেল থেকে ছাড়া পান। পরদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয় (দাশগুপ্ত, ২০২০, পৃ. ৪৪)। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, 'বিখ্যাত আমতলায় এই আমার প্রথম সভাপতিত্ব করতে হল (রহমান, ২০১২, পৃ. ৯৬)।

[২] আট দফা চুক্তিতে ছিল ১. বন্দিদের মুক্তি ২. ছাত্র বিক্ষোভে পুলিশি নির্যাতনের তদন্ত ৩. ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার ৪. আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা রহিত ৫. বাংলাকে প্রাদেশিক সরকারি ভাষার মর্যাদা ৬. শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা ৭. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ প্রাদেশিক সংসদীয় সভায় বাংলা প্রচলন ৮. সংবাদপত্রের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

এরপর পাকিস্তান রাষ্ট্রের জাতির জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকা সফরে এসে একমাত্র উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করেন (ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু, ১৯৯৪, পৃ. ১২)। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬ ভাগ বাংলাভাষি মানুষের দাবি ও অধিকারকে তিনি উপেক্ষা করলেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর এই ঘোষণা ছিল পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি অশ্রদ্ধা (রহিম ও অন্যান্য,২০১৩, পৃ. ৪৫৪)। বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধ্বংস করার এটি ছিল প্রথম পদক্ষেপ (রহিম ও অন্যান্য,২০১৩, পৃ. ৪৫৪)। জিন্নাহর সমাবেশস্থলেই কিছু ছাত্র তাঁর এই বক্তব্যের প্রতিবাদ জানান। জিন্নাহর সমাবেশস্থলেই কিছু ছাত্র তাঁর এই বক্তব্যের প্রতিবাদ জানান। ছাত্রদের প্রতিক্রিয়া ছিল সাংঘাতিক। জিন্নাহকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য ফজলুল হক হল, সলিমুল্লাহ হলে বানানো গেট ছাত্ররা সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে ফেলে (করিম, ২০০২, পৃ. ৪)।

২৪ মার্চ সন্ধ্যায় জিন্নাহর সাথে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একটি প্রতিনিধি দল সাক্ষাত করেন। জিন্নাহ খাজা নাজিমুদ্দিনের সাথে করা ছাত্রদের চুক্তি অস্বীকার করেন এবং তাতে জোরপূর্বক নাজিমুদ্দদিনের স্বাক্ষর নেয়ে হয়েছে বলে মন্তব্য করেন। ছাত্রদের সাথে সাক্ষাতেও তিনি বাংলা ভাষার দাবি সম্পূর্ণভাবে বিরোধিতা করেন এবং উর্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন (উমর, ১৯৯৩, পৃ. ৪৪৩)। জিন্নাহ চলে যাওয়ার পর ফজলুল হক হলের এক সভায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার শপথ গৃহীত হয়। শেখ মুজিব লিখেছেন- "বাংলা ভাষা শতকরা ছাপ্পান্নজন লোকের মাতৃভাষা, পাকিস্তান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সংখ্যাগুরুদের দাবি মানতেই হবে। রাষ্ট্রভাষা বাংলা না হওয়া পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব। তাতে যাই হোক না কেন, আমরা প্রস্তুত আছি। সাধারণ ছাত্ররা আমাকে সমর্থন করল" (রহমান, ২০১২, পৃ. ১০০)।

১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যু ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ সরকারের দমন-পীড়ণের কারণে ভাষা আন্দলনের গতি কিছুটা কমে যায় (আলীম, ২০২০,পৃ. ৭৭)। ১৯৪৮ এর ভাষা আন্দোলনের এই পর্বে শেখ মুজিবের হাতে গড়া সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল (আলীম, ২০২০,পৃ. ৪২)। পরবর্তী তিন বছর ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ রাষ্ট্রভাষা দিবস উদযাপন করে (রহিম ও অন্যান্য,২০১৩, পৃ. ৪৫৪)। ১৯৪৯ সালে আরবি হরফে বাংলা লেখা চালুর একটি প্রচেষ্টা চালানো হয়। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফজলুর রহমান। ১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের ২০ টি কেন্দ্রে আরবি হরফে লেখা বাংলার মাধ্যমে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করা হয়। আরবি হরফে বাংলা বই ছাপিয়ে তা বিনামূল্যে ছাত্রদের মাঝে বিতরণ করা হয় এমনকি আরবি হরফে পাঠ্যপুস্তক লিখলে তাদের পুরস্কারের ঘোষণা দেয়া হয় (উমর, ১৯৯৩, পৃ. ৪৪৬)। প্রতিবারের ন্যায় এবারও ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীরা এর প্রতিবাদ করে। সভা, সমাবেশ, সেমিনার, বিবৃতি ছাড়াও মিছিল মিটিং এমনকি গ্রেফতারের ঘটনাও ঘটে(হান্নান, ২০০০, পৃ. ১২১)।

১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান নিহত হলে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন খাজা নাজিমুদ্দিন। ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি পল্টনে মুসলিম লীগের সম্মেলনে খাজা নাজিমুদ্দিন ভাষণ প্রদান করেন। তিনি ভাষার প্রসঙ্গে বলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু (ইসলাম, ২০২০, পৃ. ৮৮)। তাঁর এই ভাষণকে কেন্দ্র করে শুরু হয় ভাষার দাবীতে চূড়ান্ত আন্দোলন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ৩০ জানুয়ারি প্রতীকী ধর্মঘট ও সভা আহবান করে। ৩১ জানুয়ারি গঠিত হয় 'সর্বদলীয় ব্রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ', যার আহবায়ক হন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সহ সভাপতি কাজী গোলাম মাহবুব। ভাষা আন্দোলনকে আরও জোরদার করে তুলতে ৩০শে জানুয়ারি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত সংগ্রাম কমিটিতে আওয়ামী লীগ, যুব লীগ, রাব্বানী পার্টি,

ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ থেকে দু'জন দু'জন করে প্রতিনিধি নেয়া হয়। কমিটির আহবায়ক ছিলেন গোলাম মাহবুব। শেখ মুজিবুর রহমান সেসময় জেলে ছিলেন। (ইসলাম, ২০১৭, পৃ. ৩৭)।

৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকা শহরের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়, ধর্মঘট শেষে সিদ্ধান্ত হয় ভাষার দাবী প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে, একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস হিসেবে পালন করা হবে ও সেদিন থেকে ভাষার দাবীতে সর্বাত্মক হরতালের কর্মসূচি দেয়া হবে (ইসলাম, ২০১৭, পৃ. ৩৮)।

এ পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে শেখ মুজিব লিখেছেন-

> ছাত্রলীগই তখন ছাত্রদের মধ্যে একমাত্র জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান । রাজি হল। অলি আহাদ ও তোয়াহা বলল, যুবলীগ রাজি হবে। আবার ষড়যন্ত্র চলছে বাংলা ভাষার দাদিকে নস্যাৎ করার। এখন প্রতিবাদ না করলে কেন্দ্রীয় আইনসভাৰ পাস করে নেবে।... পরের দিন রাতে এক এক করে অনেকেই আসল। সেখানেই ঠিক হল আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করা হবে এবং সভা করে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে হবে। ছাত্রলীগের পক্ষ থেকেই রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কনভেনর করতে হবে। ফেব্রুয়ারি থেকেই জনমত সৃষ্টি করা শুরু হবে। আমি আরও বললাম, 'আমিও আমার মুক্তির দাবি করে ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে অনশন ধর্মঘট শুরু করব।

জেলে থেকেও শেখ মুজিব ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার কারণে তাকে ফরিদপুর কারাগারে স্থানান্তর করা হয়। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শেখ মুজিব কারাগারে অনশন শুরু করেন (সরকার, ২০২২, পৃ. ৬৫)। সরকার বিচলিত হয়ে ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩০ দিনের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে। ১৪৪ ধারা ঘোষণার ফলে ছাত্র নেতারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয় (উমর, ১৯৯৩, পৃ. ৪৫৫)। ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্বিদ্যালয়ে ছাত্ররা সভায় সমবেত হয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেয়। হাবিবুর রহমান শেলীর নেতৃত্বে ছাত্রদের প্রথম দলটি ১৪৪ ধারা ভেঙে রাস্তা নেমে পড়ে। শুরু হয় ছাত্র পুলিশ সংঘর্ষ। ছাত্রদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয়। গুলিতে সালাম, রফিক, বরকতসহ অনেকে নিহত হন। ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকা শহরের পরিস্থিতির উপর কোন সংগঠনের নিয়ন্ত্রণ ছিল না (উমর, ১৯৯৩, পৃ. ৪৬১)।

ভাষা আন্দোলনে ধীরে ধীরে শেখ মুজিবুর রহমানের সক্রিয় ভূমিকা দেখা যায়। শুরুর দিকে তমদ্দুন মজলিশের সাথে সংযোগ, সেই সংযোগের মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেন। তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ভাষা আন্দোলনে সবচেয়ে জোরালো ভূমিকা রাখে। ১৯৪৯ সালে যুক্ত হয় আওয়ামী মুসলিম লীগ। ভাষা আন্দোলনে কোন একক নেতৃত্ব ছিল না। কিন্তু ভাষা আন্দোলনকে সাংস্কৃতিক পর্যায় থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত করতে শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকাই প্রধান (আলীম, ২০২০, পৃ. ১৪২)। জেলে বন্দী থাকা অবস্থায় শেখ মুজিব আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। ছাত্র নেতা থাকাকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান বিরোধী দলের গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ সেসময় তাঁর শক্তিশালী অবস্থানের কথাই মনে করিয়ে দেয়। আবার ভাষা আন্দোলনের পরের বছর ১৯৫৩ সালে তিনি দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ভাষার দাবীতে চূড়ান্ত আন্দোলনে তিনি জেলে ছিলেন কিন্তু জেল থেকেই তিনি প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিতেন। ১৯৪৮ সাল ১১ মার্চ থেকে ১৯৫২ ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১৪৪৭ দিনের মধ্যে ২৮৩ দিন মুক্ত ছিলেন (সরকার, ২০২২, পৃ. ৬৩)। অন্নদাশঙ্কর রায় ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধুর একটি সাক্ষাৎকার নেন সেখানে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, বাংলাদেশের

কল্পনা কবে তাঁর মনে আসে। উত্তরে বলেছিলেন ১১ই মার্চ, ১৯৪৮ (সরকার, ২০২২, পৃ. ৪৪)। ছাত্র অবস্থাতেই তাঁর এই দীর্ঘ কারাবাস এ কথাই প্রমাণ করে যে পাকিস্তান সরকারও তাঁর মধ্যে ভবিষ্যত নেতার প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছিল তাই তাকে জেলে আটকিয়ে রাখত। ভাষা কে কেন্দ্র করে শেখ মুজিবের এই যে দর্শন সেটা ভবিষ্যত বাংলাদেশ বিনির্মাণেরই অংশ, কারণ তিনি জানতেন একটি জাতিকে এগিয়ে নিতে তাঁর শিক্ষা ও সংস্কৃতি হচ্ছে প্রধান অবলম্বন। তাই তিনি ভবিষ্যত বাংলাদেশের পথে হেটেছেন এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।

শিক্ষার মাধ্যম ও বাংলা ভাষা: ভাষা আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমান। পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেয়ার যে চেষ্টা সেটা শুধুমাত্র ভাষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এর সাথে জড়িয়ে ছিল বাঙালি জাতিকে সাংস্কৃতিকভাবে ধ্বংস করে পদানত করে রাখার ষড়যন্ত্র, জড়িত ছিল বাঙালির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক তথা সার্বিক স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন (*দৈনিক আজাদ,* ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১)। শিক্ষার মাধ্যম কী হওয়া উচিত এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বচ্ছ অবস্থান ছিল। স্বাধীনতা অর্জনের অনেক আগেই তিনি তা স্পষ্ট করেছেন। ১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্টে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের শিক্ষানীতির পরিবর্তন এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রচলনের দাবি জানান। ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নীতি ও কর্মসূচী ঘোষণায় বলা হয়-

> পাকিস্তানের সর্বঅঞ্চলে মাতৃভাষাকে সর্বোচ্চ শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষার সর্বস্তরে বাংলা ভাষাকে যতশীঘ্র সম্ভব শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রচলন করিতে হইবে এবং পাকিস্তানের সরকারি ও বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানে এবং ব্যবসা বাণিজ্য ও ব্যবহারিক জীবনে বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রসারের চেষ্টা করিতে হইবে। বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার উন্নতি ও বিকাশের জন্য কার্যকরী উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে এবং সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে (রহমান ২০০৯, ২য় খণ্ড, পৃ-৪৭৫-৪৭৮)।

কিন্তু দুঃখের বিষয় ভাষার দাবী প্রতিষ্ঠিত হলেও সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু ও বাংলা ভাষার মর্যাদা পাকিস্তান আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। হয়ত সেই দুঃখবোধ থেকেই দেশ স্বাধীন হওয়ারও আগে বঙ্গবন্ধু ভাষা নিয়ে পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে রেখেছিলেন। ১৯৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি আয়োজিত 'অমর ভাষা আন্দোলন স্মরণ সপ্তাহ' উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু বলেন, "আওয়ামী লীগ যেদিনই ক্ষমতা গ্রহণ করিবে সেইদিন হইতে সরকারী ও বেসরকারী সকল পর্যায়ে বাংলা চালু করা হইবে" (দৈনিক আজাদ, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১)। তিনি আরও বলেন- 'বাংলা ভাষার পণ্ডিতেরা পরিভাষা তৈরি করবেন, তারপর বাংলা ভাষা চালু হবে, সে হবে না। পরিভাষাবিদেরা যত খুশি গবেষণা করুন আমরা ক্ষমতা হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা চালু করে দেব, সে ভাষা যদি ভুল হয়, তবে ভুলই চালু হবে, পরে তা সংশোধন করা যাবে' (মান্নান, ২০২১, পৃ. ১৩৮)।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর বঙ্গবন্ধু ১৩ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর প্রথম কর্মদিবসেই ইংরেজি ভাষায় লেখা নথি ফেরত দিয়ে বাংলায় লেখা নথি উপস্থাপন করতে বলেছিলেন (সরকার ২০২২, পৃ. ৯৮)। ১৯৭২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারিতে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম বাংলার ঘোষণা দেওয়া হয়। সরকারি এক প্রেসনোটের মাধ্যমে এ ঘোষণা দেয়া হয়। প্রেসনোটে বলা হয়-

> গতকাল (শনিবার) শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক দফতর হইতে ঘোষণা করা হয় যে, অনতি- বিলম্বে দেশের পাঠশালা হইতে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যমরূপে বাংলা চালু হইবে। যেসমস্ত ছাত্র-ছাত্রী উর্দু ও ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং ইতিমধ্যেই একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে

> রহিয়াছে, তাহাদের এক হইতে দুই বৎসরের মধ্যে শিক্ষার মাধ্যমরূপে বাংলাকে গ্রহণ করিতে হইবে। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা পাসের পর পরবর্তী স্তরে তাহাদের অবশ্যই বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। ১৯৭৪ সালের মধ্যে সর্বক্ষেত্রে বাংলা শিক্ষার মাধ্যমরূপে কার্যকরী হইবে (দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২)।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭২-এর জানুয়ারি মাসে সুপ্রিম কোর্টের উদ্বোধনী ভাষণে বাংলা ভাষায় রায় লেখার জন্য বিচারপতিদের আহবান জানান (আলী, ২০২২, পৃ. ৪৭২)। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং ভাষার বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার প্রাধান্য ঘোষণা দেয়া হয় (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান, ২০১৫, অনুচ্ছেদ ৩ ও ১৫৩)। সরকারের সকল দাপ্তরিক কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে 'সরকারী পর্যায়ে বাংলা প্রচলন কমিটি' গঠন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে পরিপত্র জারি করা হয় (আলী, ২০২২, পৃ. ৪৭২)। ১৯৭২ সালের শুরুতেই বাংলা ভাষার গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য পাকিস্তান আমলে প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, জাতীয় গ্রন্থাগার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে সরকারি অর্থের বিশেষ বরাদ্দ দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড পাকিস্তান আমলে শিক্ষার উচ্চস্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনার দায়িত্ব পালন করত। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ১৭ মে এই প্রতিষ্ঠানকে সাবেক 'বেঙ্গলি একাডেমী'র সঙ্গে একীভূত করে নতুনভাবে সমন্বিত বাংলা একাডেমি' গঠন করা হয়। বাংলা একাডেমির প্রথম মহাপরিচালক পদে সরকার অধ্যাপক মযহারুল ইসলামকে নিয়োগ দেয়া হয়। কাজের ধারাবাহিকতায় স্বাধীন বাংলাদেশে উচ্চস্তরের শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক বাংলাভাষায় প্রণয়নের দায়িত্ব সমন্বিত বাংলা একাডেমির ওপর পড়ে। বাংলা ভাষার গবেষণা ও উন্নয়ন কাজের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার উচ্চস্তরের জন্য বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশে বাংলা একাডেমি ভূমিকা আজও ইতিবাচক (ইমাম, ২০১৮, পৃ. ২৮৭)। শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অন্যতম উদ্যোগ ছিল কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট। কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে শিক্ষাব্যবস্থাকে স্বার্থক করে তুলতে সর্বস্তরে বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাভাষায় রচিত বইয়ের অপ্রতুলতার কথা স্বীকার করে নিয়ে কমিশন বাংলাভাষায় উচ্চস্তরের বই লেখার উপর জোর দেয়। শিক্ষা কমিশন দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা ভাষা বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজি ভাষার উপরও গুরত্ব দেয় (বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ১৯৭৪, পৃ. ১৩-১৪)। ১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু বাংলায় ভাষণ প্রদান করেন। এর মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলা ভাষার উপস্থাপন নিঃসন্দেহে বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার একটি বড় মাইলফলক। এত উদ্যোগ সত্ত্বেও কর্মকর্তাদের মধ্যে বাংলাবিদ্বেষী মনোভাব দেখা যায়। ১৯৭৫ সালের ১২ই মার্চ বঙ্গবন্ধু আরো জোরালো আদেশ জারি করেন। আদেশে বলা হয়-

> বাংলা আমাদের জাতীয় ভাষা। তবুও অত্যন্ত দুঃখের সাথে লক্ষ্য করেছি যে, স্বাধীনতার তিন বৎসর পরেও অধিকাংশ অফিস-আদালতে মাতৃভাষার পরিবর্তে বিজাতীয় ইংরেজী ভাষায় নথিপত্র লেখা হচ্ছে। মাতৃভাষার প্রতি যার ভালবাসা নেই দেশের প্রতি যে তার ভালবাসা আছে এ কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। দীর্ঘ তিন বৎসর অপেক্ষার পরও বাংলাদেশের বাংগালী কর্মচারীরা ইংরেজী ভাষায় নথিতে লিখবেন সেটা অসহনীয়। এ সম্পর্কে আমার পূর্ববর্তী নির্দেশ সত্ত্বেও এ ধরনের অনিয়ম চলছে। আর এ উচ্ছৃঙ্খলতা চলতে দেয়া যেতে পারে না। (সরকার, ২০১৬, পৃ. ১৭)

উপসংহার: স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি হিসেবে দেশ পুনর্গঠনের ভাবনা পাকিস্তান আমল থেকেই তাঁর ভিতর সক্রিয় ছিল।

যেহেতু একটি দেশের উত্থানের সঙ্গে তিনি জড়িত সুতরাং দেশটির সূচনালগ্নে যেসব বিষয় বঙ্গবন্ধুকে বেশি ভাবিয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো শিক্ষা। শিক্ষা একটি জাতির মানসগঠনে মূল ভূমিকা পালন করে, তাই বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রগঠনে এই দিকটির প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। স্বাধীন বাংলাদেশে শিক্ষার মাধ্যম কী হবে সেটা পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরই এদেশের লেখক, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ ও জনগণ প্রকাশ করেছেন। রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতির দাবিতে সংঘঠিত হয় রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের। তা সত্ত্বেও পাকিস্তান আমলে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পূর্ণ স্বীকৃতি ও বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পরিপূর্ণ স্বীকৃতির পাশাপাশি বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলাভাষার প্রতিষ্ঠা বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাদর্শনের একটি অন্যতম দিক। বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাভাবনাকে যেমন স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের পটভূমি ও বাংলাদেশের মানুষের উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে দেখা হয় ঠিক একইভাবে শিক্ষার মাধ্যম বাংলাভাষাও ছিল বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাদর্শনের কেন্দ্রবিন্দু।

তথ্যসূত্র:

১) বশীর আলহেলাল, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫।

২) জীনাত ইমতিয়াজ আলী, বাংলা ভাষা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। শেখ হাসিনা (সম্পাদিত), জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মশত স্মারকগ্রন্থ, জার্নিম্যান বুকস, ঢাকা, ২০২২।

৩) এম আবদুল আলীম, বঙ্গবন্ধু ও ভাষা আন্দোলন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০২০।

৪) এইচ, টি ইমাম, বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১-১৯৭৫, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৮।

৫) এস, এ, এম, জিয়াউল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু ও ভাষা আন্দোলন, তাম্রলিপি, ঢাকা ২০২০।

৬) মযহারুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০২।

৭) মযহারুল ইসলাম, ভাষা আন্দোলন ও শেখ মুজিব, আগামী, ঢাকা, ২০১৭।

৮) সিরাজুল ইসলাম, (সম্পাদিত), বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), (১ম খন্ড) এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৩।

৯) সিরাজুল ইসলাম, (সম্পাদিত), বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), (৩য় খন্ড) এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৩।

১০) বদরুদ্দীন উমর, ভাষা আন্দোলন। সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩।

১১) বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১ম খণ্ড সূবর্ণ, ঢাকা, ২০১১।

১২) বদরুদ্দীন উমর, ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫।

১৩) সরদার ফজলুল করিম, সেই সে কাল, কিছু স্মৃতি কিছু কথা, প্যাপিরাস, ঢাকা, ২০০২।

১৪) মো, রিয়াদ খান, (সম্পাদিত), বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাদর্শন ও ভাবনা, ইতিহাস প্রকাশন, ঢাকা, ২০২৩।

১৫) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ঢাকা, ২০১৫।

১৬) অজয় দাশগুপ্ত বঙ্গবন্ধুর আন্দোলন কৌশল ও হরতাল, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০২০।

১৭) বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্র, (সম্পাদিত), ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৪।

১৮) বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ঢাকা, ১৯৭৪।

১৯) শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, ইউপিএল, ঢাকা, ২০১২।

২০) শেখ মুজিবুর রহমান, কারাগারের রোজনামচা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৭।

২১) শেখ মুজিবুর রহমান, আমার দেখা নয়াচীন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০২০।

২২) হাসান হাফিজুর রহমান, (সম্পাদিত), বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, (২য় খণ্ড), হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৯।

২৩) মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, বাংলাদেশের ইতিহাস, ষোড়শ সংস্করণ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ২০১৩।

২৪) ডি, এম, ফিরোজ শাহ, বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাদর্শন, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০২০।

২৫) স্বরোচিষ সরকার, সর্বস্তরে বাংলাভাষা আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতা, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬।

২৬) স্বরোচিষ সরকার, বঙ্গবন্ধু ও বাংলা ভাষা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০২২।

২৭) জামাল বিন সিদ্দিক, (সম্পাদিত), মুখোমুখি বঙ্গবন্ধু, বাতিঘর, ঢাকা, ২০২২।

২৮) গাজীউল হক,, ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা। বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্র (সম্পাদিত),ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধুর, বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৪।

২৯) মোহাম্মদ হান্নান, বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ১৮৩০-১৯৭১, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০২।

৩০) শেখ হাসিনা, (সম্পাদিত), *জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মশত স্মারকগ্রন্থ*, সম্পা, জার্নিম্যান বুকস, ঢাকা, ২০২২।

৩১) সৈয়দ আনোয়ার হোসে, *বঙ্গবন্ধু নেতা ও নেতৃত্ব*, অন্যধারা, ঢাকা, ২০২১।